আলমডাঙ্গায় শ্রীকৃষ্ণের জন্মাষ্টমী উপলক্ষে শোভাযাত্রা-আলোচনা সভা

আলমডাঙ্গায় ভগবান শ্রীকৃষ্ণের জন্মাষ্টমী উপলক্ষে বর্ণাঢ্য শোভাযাত্রা আলোচনা সভা ও পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠিত হয়েছে।

আজ বুধবার অনুষ্ঠিত উপজেলা ও পৌর পূজা উদযাপন পরিষদের উদ্যোগে পৌর মেয়র হাসান কাদির গনু, উপজেলা নির্বাহী অফিসার স্নিদ্ধা দাস,থানার ওসি বিপ্লব কুমার নাথসহ অন্যান্য অতিথিবৃন্দের উপস্থিতিতে জন্মাষ্টমির এক বর্ণাঢ্য শোভাযাত্রা সত্যনারায়ন মন্দির প্রাঙ্গণ থেকে বের হয়ে শহরের প্রধান প্রধান সড়ক প্রদক্ষিণ করে।

শোভাযাত্রা শেষে রথতলা মন্দির প্রাঙ্গণে আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। আলোচনা সভায় সভাপতিত্ব করেন পৌর পূজা উদযাপন পরিষদের সভাপতি পরিমল কুমার কালু ঘোষ। প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন পৌর মেয়র হাসান কাদের গনু।

বিশেষ অতিথি ছিলেন উপজেলা পরিষদের ভাইস চেয়ারম্যান অ্যাডভোকেট খন্দকার সালমুন আহমেদ ডন, মহিলা ভাইস চেয়ারম্যান কাজী মারজাহান নিতু, থানার ওসি (তদন্ত) একরামুল হোসাইন, জেলা পূজা উদযাপন পরিষদের সভাপতি কিশোর আগরওয়ালা, জেলা আওয়ামী লীগের সাবেক সহ-সভাপতি ও জেলা পূজা উদযাপন কমিটির সিনিয়র সহ-সভাপতি প্রশান্ত অধিকারী, সহ-সভাপতি সুশীল কুমার ভৌতিকা,জেলা পূজা উদযাপন পরিষদের সাধারণ সম্পাদক কিশোর কুমার কুন্ডু, উপজেলা হিন্দু বৌদ্ধ খ্রিস্টান ঐক্য পরিষদের সভাপতি বীর মুক্তিযোদ্ধা মনিন্দ্রনাথ দত্ত, পৌর আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক মতিয়ার রহমান ফারুক।

পৌর হিন্দু-বৌদ্ধ-খ্রিস্টান ঐক্য পরিষদের সাধারণ সম্পাদক পলাশ কুমার আচার্য সঞ্চালনায় বক্তব্য রাখেন জেলা পূজা উদযাপন পরিষদের সাংগঠনিক সম্পাদক নয়ন সরকার, উপজেলা পূজা উদযাপন কমিটির সভাপতি ডাক্তার অমল কুমার বিশ্বাস, পৌর কাউন্সিলর জরুল ইসলাম স্বপন, উপজেলা হিন্দু বৌদ্ধ খ্রিস্টান ঐক্য পরিষদের সাধারণ সম্পাদক বিশ্বজিৎ সাধুখা, পৌর হিন্দু বৌদ্ধ খ্রিস্টান ঐক্য পরিষদের

সভাপতি রিপন কুমার বিশ্বাস, সাধারণ সম্পাদক জয় কুমার বিশ্বাস, উপজেলা হিন্দু কল্যাণ ট্রাস্টের প্রতিনিধি বাবু অসীম কুমার সাহা ও উপজেলা আওয়ামী লীগের সাবেক যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক কাজী রবিউল হক প্রমুখ। পরে অতিথিবৃন্দ পুরস্কার বিতরণ করেন।

চুয়াডাঙ্গায় শ্রীকৃষ্ণের জন্মাষ্টমী উপলক্ষে বর্ণাঢ্য শোভাযাত্রা ও আলোচনা সভা

চুয়াডাঙ্গায় শ্রীকৃষ্ণের জন্মাষ্টমী উদযাপন উপলক্ষে বর্ণাঢ্য শোভাযাত্রা ও আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। আজ সকাল সাড়ে নয়টার সময় সার্বজনীন দূর্গা মন্দির বড়বাজার হতে শোভাযাত্রা শুরু করে শহরের প্রধান প্রধান সড়ক প্রদক্ষিণ শেষে আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়।

শোভাযাত্রা ও আলোচনা সভায় উপস্থিত ছিলেন প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন চুয়াডাঙ্গা জেলা প্রশাসক ড. কিসিঞ্জার চাকমা।

এ সময় বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন চুয়াডাঙ্গা পুলিশ সুপার আব্দুল্লাহ্ আল-মামুন, অতিরিক্ত পুলিশ সুপার (ক্রাইম অ্যান্ড অপস্) মোঃ নাজিম উদ্দিন আল আজাদ, পিপিএম, চুয়াডাঙ্গা বৌদ্ধ-খ্রিস্টান ঐক্য পরিষদের সভাপতি ডাঃ মার্টিন হীরক চৌধুরী, ডিআইও-১, ডিএসবি আবু জিহাদ ফকরুল আলম খান, চুয়াডাঙ্গা সদর থানার অফিসার ইনচার্জ মোঃ মাহাব্বুর রহমান সহ জেলা প্রশাসন ও জেলা পুলিশের সকল পদমর্যাদার অফিসার ও ফোর্সবৃন্দ।

এছাড়াও সহকারী পুলিশ সুপার (দামুড়হুদা সার্কেল), অফিসার ইনচার্জ (দর্শনা থানা), অফিসার ইনচার্জ (আলমডাঙ্গা থানা) নিজ নিজ অধিক্ষেত্রে অফিসার ও ফোর্সের সমন্বয়ে শ্রীকৃষ্ণের জন্মাষ্টমী আয়োজন শান্তিপূর্ণভাবে সম্পন্ন করেন।

মেহেরপুরে শ্রী কৃষ্ণের জন্মাষ্টমীতে আলোচনা সভা ও প্রার্থনা অনুষ্ঠিত

মেহেরপুরে সনাতন ধর্মাবলম্বীদের যুগবতার ভগবান শ্রী কৃষ্ণের জন্মাষ্টমী উপলক্ষে আলোচনা সভা ও প্রার্থনা অনুষ্ঠিত হয়েছে।

বুধবার সকাল ১১ টায় ধর্ম মন্ত্রণালয়ের অধিনস্ত হিন্দু ধর্মীয় কল্যাণ ট্রাস্ট মেহেরপুর জেলা শাখার আয়োজনে মেহেরপুর শহরের মল্লিক পাড়ায় মন্দির ভিত্তিক শিশু ও গণশিক্ষা কার্যক্রম, মেহেরপুরের সহকারী পরিচালকের কার্যালয়ে এই প্রার্থণা ও আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়।

এড. শম্ভুনাথ রায়ের সভাপতিত্বে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন স্থানীয় সরকার বিভাগের উপ-পরিচালক মোঃ শামিম হোসেন। জয়ন্ত কুমার সাহার সঞ্চালনায় এসময় উপস্থিত ছিলেন বাংলাদেশ পুজা উৎযাপন কমিটি মেহেরপুর জেলা শাখার নেতৃবৃন্দ এবং মন্দির ভিত্তিক শিশু ও গণশিক্ষা কার্যক্রম, মেহেরপুরের সাথে সংশ্লিষ্ট শিক্ষক ও শিক্ষার্থীরা।

আলোচনা সভায় প্রধান অতিথির বক্তব্যে মোঃ শামিম হোসেন বলেন, ‘আমাদের দেশে আগে হিন্দু মুসলিম সম্প্রীতির যে দৃঢ় বন্ধন ছিলো মাঝে কিছু কারণে সে বন্ধনের দৃঢ়তা কমে গিয়েছিল, শেখ হাসিনার নেওয়া বিভিন্ন পদক্ষেপে এই বন্ধন আবার দৃঢ় হচ্ছে। আমাদের সন্তানদের জাত পাত ও ধর্মীয় বিভেদের উর্ধ্বে রেখে মানুষ হিসেবে গড়ে তেলার দ্বায়িত্ব আমাদেরই। ‘

পরে দেশ ও জাতির মঙ্গল কামনা করে জন্মাষ্টমী উপলক্ষে গীতাপাঠ, পুজার্চনাসহ ধর্মীয় রীতিতে প্রার্থনা করা হয়।

চুয়াডাঙ্গায় জন্মাষ্টমী উপলক্ষে পূজা উদযাপন কমিটির সাথে মতবিনিময় সভা

শ্রীকৃষ্ণের জন্মাষ্টমী উপলক্ষে চুয়াডাঙ্গা পুলিশ সুপারের কার্যালয় সম্মেলন কক্ষে আজ বেলা সাড়ে বারোটার সময় জেলার সকল পূজা উদযাপন কমিটির সদস্যদের সাথে মতবিনিময় সভা অনুষ্ঠিত হয়।

মতবিনিময় সভার প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন চুয়াডাঙ্গা জেলা পুলিশের পুলিশ সুপার আব্দুল্লাহ্ আল-মামুন।

চুয়াডাঙ্গায় শ্রীকৃষ্ণের জন্মাষ্টমী উপলক্ষে সনাতন ধর্মাবলম্বী নেতৃবৃন্দ এবং ভক্তবৃন্দ প্রতি বছর পৃথকভাবে অনুষ্ঠানের আয়োজন করেন। পুলিশ সুপার প্রত্যক্ষ হস্তক্ষেপে এই প্রথম সকল কমিটির সদস্যবৃন্দ নিজেদের মধ্যকার দ্বান্দ্বিকতার অবসান ঘটিয়ে সম্মিলিতভাবে একত্রে শ্রীকৃষ্ণের জন্মাষ্টমী পালন করতে সম্মত হন।

উক্ত আয়োজনে উপস্থিত ছিলেন অতিরিক্ত পুলিশ সুপার (ক্রাইম অ্যান্ড অপস্) মোঃ নাজিম উদ্দিন আল আজাদ পিপিএম, অতিরিক্ত পুলিশ সুপার (সদর সার্কেল) আনিসুজ্জামান, ডিআইও-১ ডিএসবি আবু জিহাদ ফখরুল আলম খান, চুয়াডাঙ্গা সদর থানার অফিসার ইনচার্জ মোঃ মাহাব্বুর রহমানসহ জেলা পুলিশের সকল পদমর্যাদার অফিসার ও ফোর্সবৃন্দ।

ঝিনাইদহে লোকনাথ বাবার আবির্ভাব দিবস উদযাপন

ঝিনাইদহে শ্রী শ্রী লোকনাথ ব্রহ্মচারী বাবার ২৯৩ তম আবির্ভাব দিবস উদযাপন করেছে শ্রী শ্রী লোকনাথ ব্রহ্মচারী সেবক সংঘ, পুরাতন হাঠ খোলা ঝিনাইদাহ জেলা শাখা।

দিবসটি উপলক্ষে মঙ্গলবার (৫ সেপ্টেম্বর) সকাল ১১ টার দিকে মন্দির প্রাঙ্গণ থেকে এক বর্ণাঢ্য শোভাযাত্রা ও মাঙ্গলিক পূজার আয়োজন করা হয়। বাবার পূজা দিতে শত শত ভক্ত লোকনাথ মন্দিরে সমাগম হয়। বাবার মাঙ্গলিক পূজা শেষে ভক্তদের মাঝে প্রসাদ বিতরণ করা হয়।

মন্দিরের সভাপতি রনি সাহা জানান, প্রতিবছরে এখানে আমরা লোকনাথ পুজো করে থাকি শত শত ভক্তের এখানে আগমন হয়। এবার আমরা সন্ধ্যা ছয়টার দিকে নীলা কীর্তন আয়োজন করেছি। নীলা কীর্তন শেষে ভক্তদের মাঝে প্রসাদ বিতরণ করা হবে।

মেহেরপুরে ইসলাম প্রসারে ও প্রচার নিয়ে আলোচনা সভা

১৫ আগস্ট স্মরনে মাসব্যাপী কর্মসূচির শেষ দিনে ইসলাম প্রসারে ও প্রচারে বঙ্গবন্ধু ও তার কণ্যা শেখ হাসিনার অবদান নিয়ে ইমাম ও মাদ্রাসা ছাত্রদের নিয়ে আলোচনা অনুষ্ঠিত হয়েছে।

বৃহস্পতিবার বেলা সাড়ে ১১ টার সময় পৌর কমিউনিটি সেন্টারের হলরুমে মেহেরপুর জেলা যুবলীগের আয়োজনে এ অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন পৌর মেয়র ও জেলা যুবলীগের আহ্বায়ক মাহফুজুর রহমান রিটন এবং প্রধান অতিথি ছিলেন জেলা হাজী সমিতির সভাপতি আলহাজ্ব গোলাম রসুল।

বিশেষ অতিথি ছিলেন জেলা হাজী সমিতির সাধারণ সম্পাদক সোহরাব হোসেন, সদর উপজেলা ইমাম সমিতির সভাপতি রোকনুজ্জামান, পৌর ইমাম সমিতির সভাপতি সিরাজুল ইসলাম, জেলা যুবলীগের যুগ্ম আহ্বায়ক শহিদুল ইসলাম পেরেশান ও বিএমএ’র সভাপতি ডাক্তার আবু তাহের। বিভিন্ন মাদ্রাসার শিক্ষার্থীরা এ অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন।

মেহেরপুরে হিন্দু বৌদ্ধ খ্রিস্টান ঐক্য পরিষদের শোক দিবসের আলোচনা সভা

জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ৪৮ তম শাহাদাত বার্ষিকী ও জাতীয় শোক দিবস উপলক্ষে মেহেরপুরে হিন্দু বৌদ্ধ খ্রিস্টান ঐক্য পরিষদের নবগঠিত জেলা শাখার আহ্বায়ক কমিটির উদ্যোগে আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে।

আলোচনা সভা শেষে হিন্দু বৌদ্ধ খ্রিস্টান ঐক্য পরিষদের মেহেরপুর জেলা মহিলা আহ্বায়ক কমিটি গঠন করা হয়, যা কেন্দ্র থেকে চুড়ান্ত অনুমোদনের পর আনুষ্ঠানিক ভাবে প্রকাশ করা হবে।

আজ শনিবার (২৬ আগষ্ট) বেলা সাড়ে ১২টায় মেহেরপুর জেলা পরিষদের সম্মেলন কক্ষে জাতীয় শোক দিবস উপলক্ষে মেহেরপুরে হিন্দু বৌদ্ধ খ্রিস্টান ঐক্য পরিষদের আলোচনা সভা ও জেলা মহিলা আহ্বায়ক কমিটি গঠনের অনুষ্ঠান দুটি অনুষ্ঠিত হয়। আলোচনা সভায় হিন্দু বৌদ্ধ খ্রিস্টান ঐক্য পরিষদের কেন্দ্রীয় নেতারা মেহেরপুর জেলার সকল নেতাকর্মীকে নিজেদের মধ্যেকার ভেদাভেদ ভুলে গিয়ে একতাবদ্ধ হয়ে কাজ করার আহ্বান জানান।

বিশ্বনাথ সাহার সভাপতিত্বে এবং অশোক চন্দ্র বিশ্বাস ও সুব্রত সাহা বাপ্পার সঞ্চালনায় আলোচনা সভায় প্রধান অতিথি হিসেবে বক্তব্য রাখেন এড. গ্লোরিয়া ঝর্না সরকার এমপি, বিশেষ অতিথি হিসেবে মহিলা ঐক্য পরিষদের কেন্দ্রীয় সাধারণ সম্পাদক দীপালী চক্রবর্তী, মেহেরপুর জেলা পরিষদের চেয়ারম্যান এড. এম এ সালাম, মেহেরপুর জেলা আওয়ামী লীগের সহ-সভাপতি এড. মিয়া জান আলী, হিন্দু বৌদ্ধ খ্রিস্টান ঐক্য পরিষদের চুয়াডাঙ্গা জেলা শাখার সভাপতি ডাঃ মার্টিন হীরক চৌধুরী, সনজিদ পাল বাপ্পি এবং এড. সুজন কুমার মন্ডল বক্তব্য রাখেন ।

আলোচনা সভায় আলোচকরা বলেন ১৯৭৫ সালের ১৫ আগস্ট ভোররাতে সেনাবাহিনীর কয়েকজন বিপথগামী সদস্য ধানমন্ডির বাসভবনে বঙ্গবন্ধুকে সপরিবারে হত্যা করে। ঘাতকরা শুধু বঙ্গবন্ধুকেই হত্যা করেনি, তাদের হাতে একে একে প্রাণ হারিয়েছেন বঙ্গবন্ধুর সহধর্মিণী বঙ্গমাতা বেগম ফজিলাতুন নেছা, বঙ্গবন্ধুর সন্তান শেখ কামাল, শেখ

জামাল ও শিশু শেখ রাসেলসহ পুত্রবধূ সুলতানা কামাল ও রোজি জামাল।

পৃথিবীর এই জঘন্যতম হত্যাকাণ্ড থেকে বাঁচতে পারেননি বঙ্গবন্ধুর অনুজ শেখ নাসের, ভগ্নীপতি আবদুর রব সেরনিয়াবাত, তার ছেলে আরিফ, মেয়ে বেবি ও সুকান্তবাবু, বঙ্গবন্ধুর ভাগ্নে মুক্তিযুদ্ধের সংগঠক শেখ ফজলুল হক মনি, তার অন্তঃসত্ত্বা স্ত্রী আরজু মনি এবং আবদুল নাঈম খান রিন্টু ও কর্নেল জামিলসহ পরিবারের ১৬ জন সদস্য ও ঘনিষ্ঠজন। সে সময় বঙ্গবন্ধুর দুই কন্যা বর্তমান প্রধানমন্ত্রী ও আওয়ামী লীগ সভাপতি শেখ হাসিনা ও শেখ রেহানা বিদেশে থাকায় প্রাণে রক্ষা পান।

মেহেরপুরে শত বছরের সিদ্ধেশ্বরী কালী মন্দির

মেহেরপুর শহরের বড় বাজারে অবস্থিত সিদ্ধেশ্বরী কালি মন্দির। মন্দিরটিকে স্থানীয় হিন্দু ধর্মাবলীরা জেলার কেন্দ্রীয় মন্দির হিসেবে গণ্য করে। জেলার সর্ব প্রাচীন মন্দির বলে এই মন্দিরটি স্বীকৃত হলেও এর স্থাপনকালের সঠিক ইতিহাস জানা যায়নি।

তবে ধারণা করা হয় রাজা গোয়ালা চৌধুরী কিংবা তার পরবর্তী বংশধরেরা এই মন্দিরটি প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। কিন্তু মন্দিরের দেওয়ালে লেখা আছে বাংলা ১৩৩২ সালে নিত্য গোপাল সাহার স্ত্রী পাচু বালা দাসী মন্দিরটি নির্মাণ করেন। মন্দিরের ভিতরে স্থাপন করা হয়েছে বালা দাসীর মূর্তি। একাত্তরে মুক্তিযুদ্ধের সময় পাকিস্থানী হানাদার ও তাদের দোসররা এই মন্দিরে আক্রমণ করে এবং বালা দাসীর মূর্তিটি ধ্বংস করে দেয়।

স্বাধীনতা পরবর্তী সময়ে স্থানীয় হিন্দু ধর্মাবলীরা পুনরায় মূর্তি স্থাপন করে নিয়মিত পূজা অর্চনা চালু করে। প্রতি বছর এখানে কালীপূজা, দূর্গাপূজা ও সরস্বতীপূজা অনুষ্ঠিত হয়। বৈশাখ মাসের শেষ সংক্রান্তিতে এই মন্দিরকে ঘিরে বৈশাখ সংক্রান্তির মেলা বসে। বৈশাখ সংক্রান্তি মেলার আগের জৌলুস এখন আর নেই। তবে নিজ ও সমাজের মঙ্গল কামনাতে প্রতিবছর এই মন্দির প্রাঙ্গনে চলে পাঠা

বলিদান।

বড়বাজারের বিশিষ্ট ব্যবসায়ী শ্রী শঙ্কর বিশ্বাস বলেন,থব্রিটিশ আমল থেকেই এই মন্দিরে ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলের হিন্দু ধর্মাবলীরা পুজা অর্চনার জন্য আসত।এখনো বাংলাদেশের বিভিন্ন অঞ্চল সহ ভারতের পশ্চিমবঙ্গ থেকেও পুজা করতে মানুষ আসে এই মন্দিরে পুজা দিতে।’

মেহেরপুরের সিদ্ধেশ্বরী কালি মন্দিরের সেবাইত পুরোহিত শ্রী তপন বন্দোপাদ্ধায় ১৯৮৯ সাল থেকে পুরোহিতের দায়িত্ব পালন কীছেন। তিনি বলেন,থ অবিভক্ত ভারতের একটি প্রসিদ্ধ মন্দির এই সিদ্ধেশ্বরী কালী মন্দির। ভারত ভাগের পর ভারতের পশ্চিমবঙ্গের তেহট্টের বেতায় নামক স্থানে মেহেরপুরের সিদ্ধেশ্বরী কালী মন্দিরের একটি শাখা চালু করে ওখানকার ধর্মপ্রাণ হিন্দু ধর্মাবলীরা। বেতায়ের সেই মন্দিরের সকল কার্যক্রম মেহেরপুর সিদ্ধেশ্বরী কালী মন্দিরের সাথে সমন্বয় করে একই সময়ে একই রীতিতে করা হয়।

‘তিনি আরোও বলেন, ১৯৭১ সালে বালা দাসীর মূর্তিটি ভেঙে গেলেও স্বাধীনতা পরবর্তী সময়ে স্থানীয় হিন্দু ধর্মাবলীরা পুনরায় মন্দিরের ভিতর বালা দাসীর ভাঙ্গা বিগ্রহ স্থাপন করে। ২০০৪ সালে মন্দির কমিটির সর্বসম্মতিক্রমে বালা দেবীর বিগ্রহ ভৈরবে বিসর্জন দেওয়া হয়েছে।’

মুজিবনগরে চার্চ অব বাংলাদেশ বল্লভপুর ডিনারীর আয়োজনে ফুটবল টুর্নামেন্ট

মুজিবনগরে যুব সমাজে শান্তি, আনন্দ, উৎসাহ ও প্রেরণা বৃদ্ধি এবং মাদকমুক্ত যুব সমাজ গড়ার লক্ষে চার্চ অব বাংলাদেশ বল্লভপুর ডিনারীর আয়োজনে দিনব্যাপী ফুটবল টুর্নামেন্ট অনুষ্ঠিত হয়েছে।

শুক্রবার সকালে ডিনারীর অন্তর্গত প্যারিশ ও প্রতিষ্ঠানের সহযোগিতায় বিশপ কুষ্টিয়া ডায়োসিস রাইট রেভা:হেমেন হালদার এর

সভাপতিত্বে, বল্লভপুর ডিনারীর ডিন রেভা: মৃত্যুঞ্জয় মন্ডল এর সঞ্চালনায় উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন,মুজিবনগর উপজেলা নির্বাহী অফিসার অনিমেষ বিশ্বাস।

বিশেষ অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন, বিশপ মহোদয়ের সহধর্মিনী কুষ্টিয়া ডায়াসিসের উইমেন্স ফেলোশিপ এর কনভেনর জেসিকা সুপর্ণা হালদার,বাগোয়ান ইউনিয়ন যুবলীগের সাধারণ সম্পাদক ও ওয়ার্ড সদস্য মি: বাবুল মল্লিক, ডিনারী সম্পাদক রিপন সরকার রিন্টু, বল্লভপুর মিশন হাসপাতালের এডমিন বিনিময় বিশ্বাস,রেভা:উজ্বল বিশ্বাস,রেভা: কর্নেলিয়াস মন্ডল, রেভা: গণেশ মার্ডিসহ ডিনারী অন্তর্গত প্যারিস ও প্রতিষ্ঠানের কর্মকর্তা বৃন্দ।

দিন ব্যাপি এই ফুটবল টুর্নামেন্টে কার্পাসডাঙ্গা, সাধু পিতরের গির্জা রতনপুর, নিত্যানন্দপুর,ইম্মানুয়েল চার্চ বল্লভপুর প্যারিশ, যুগিন্দা এবং ডিনারী কমিটিসহ ৬ টি ফুটবল দল অংশগ্রহন করে।

লিগভিত্তিক এই খেলায় সাধু পিতরের গির্জা রতনপুর এবং নিত্যানন্দপুর ফুটবল দল ফাইনালে উত্তীর্ণ হয়। ফাইনাল খেলায় নির্ধারিত সময়ে গোলশূন্য ড্র হলে ট্রাইবেকার অনুষ্ঠিত হয়। ট্রাইবেকারে নিত্যানন্দপুর ফুটবল দল সাধু-পিতরের গির্জা রতনপুর ফুটবল দলকে পরাজিত করে চ্যাম্পিয়ন হওয়ার গৌরব অর্জন করে।

মেহেরপুরে হিন্দু বৌদ্ধ খ্রিস্টান ঐক্য পরিষদের এ্যাডহক কমিটি ঘোষিত

হিন্দু বৌদ্ধ খ্রিস্টান ঐক্য পরিষদ মেহেরপুর জেলা শাখার কমিটি নিষ্ক্রিয়তার অভিযোগে বিলুপ্ত ঘোষণা করে শ্রী মাধব চন্দ্র ভাস্করকে আহ্বায়ক ঘোষণা করে ২১ সদস্য বিশিষ্ট এ্যাডহক কমিটি গঠন করা হয়েছে।

১৬ আগষ্ট বাংলাদেশ হিন্দু বৌদ্ধ খ্রিস্টান ঐক্য পরিষদের কেন্দ্রীয় সাধারণ সম্পাদক রানা দাশগুপ্ত স্বাক্ষরিত এক চিঠিতে সংগঠনের গঠনতন্ত্রের ১৩ ধারার অনুবলে বাংলাদেশ হিন্দু বৌদ্ধ খ্রিস্টান ঐক্য পরিষদের মেহেরপুর জেলা শাখার কমিটি বিলুপ্ত ঘোষণা করে ২১ সদস্য বিশিষ্ট নতুন এ্যাডহক কমিটির অনুমোদন দেওয়া হয়েছে। একই সাথে এ্যাডহক কমিটিকে অধস্তন কমিটিগুলোর সম্মেলনের মাধ্যমে কমিটি গঠন সমাপ্ত করে সংগঠনের গঠনতন্ত্র অনুযায়ী আগামী ৯০ দিনের মধ্যে পূর্ণাঙ্গ জেলা সম্মেলন আয়োজন করে ১০১ সদস্য বিশিষ্ট পূর্ণাঙ্গ কমিটি গঠন করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।

রানা দাশগুপ্ত স্বাক্ষরিত হিন্দু বৌদ্ধ খ্রিস্টান ঐক্য পরিষদের মেহেরপুর জেলা শাখার এ্যডহক কমিটিতে আহ্বায়ক হিসেবে মাধব চন্দ্র ভাস্কর ও সদস্য সচিব হিসেবে সুব্রত সাহা বাপ্পা ছাড়াও সদস্য হিসেবে রয়েছেন -এড. সুজন কুমার মন্ডল, অশোক চন্দ্র বিশ্বাস, সুমন মল্লিক টিংকু, অনিল চন্দ্র বিশ্বাস, কার্তিক চন্দ্র মল্লিক, চিত্ত রঞ্জন সাহা, বিশ্বনাথ সাহা, রবীন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য, সনজিত পাল বাপ্পি, শংকর দাস, বিকাশ বিশ্বাস, সাথী বিশ্বাস, জয়দেব কুমার সাহা, সুকুমার কর্মকার, জয়ন্ত কুমার সরকার, চন্দনা পাল, দিলীপ মল্লিক, মহাদেব চন্দ্র দাস ও বিশু দাস।